তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ও সামাজিক পটভূমি

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) থেকে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী ছয় দশক এদেশে সার্বিক ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক অস্থিরতা ও সংহতির কাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম অশনি এসেছিল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্রমশিথিলতায় ঔরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই, সম্রাটকেন্দ্রিক মোগল শাসন ব্যবস্থার আপাত প্রশাসনিক ঐক্যের অবসান সুনিশ্চিত হয়। দিল্লীশ্বরের নামমাত্র অধীন — বস্তুত স্বাধীন — ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থচিন্তা তাড়িত প্রাদেশিক শাসকগণ, ভারত সাম্রাজ্যের বিশাল মানচিত্রকে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করে, পারস্পরিক শত্রুতাচারণের মুখে, স্ব স্ব ক্ষমতা সংহত করায় চেষ্টিত ছিলেন। ফলতঃ সমগ্রদেশে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীনতাজনিত শাসনতান্ত্রিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সার্বিক অস্থিরতার কালই, বাঙালাদেশের মধ্যযুগ উত্তরণের ক্রান্তিক্ষণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ, বাঙালাদেশের জনসাধারণের প্রজা হিসেবে অভিজ্ঞতা পাল্টানোর ও অর্জনের কাল। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে, বৈদেশিক বণিক পুঁজি নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণ, এদেশীয় প্রজাসাধারণের পক্ষে এক জটিল পথ পরিক্রমা। বাঙালাদেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক — পরিবর্তন, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আপাত আবৃত, ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যখণ্ডে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্নে ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, ব্রিটেনের রাজনীতিতে হুইগ — টোরির পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, কখনও পরোক্ষ ভাবে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে উক্ত পরিবর্তন — প্রক্রিয়াকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বাঙালাদেশে, আধুনিকতার নির্মিতি-পর্ব এই ছয় দশক ব্যাপী কালখণ্ডের অনিশ্চিত পশ্চাৎ পটে সম্পাদিত হচ্ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বণিক ও রাজশাসক এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, শাসন ক্ষমতারই, রাষ্ট্র শাসনের প্রয়োজনে এদেশে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার আগমনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রাচ্যের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অত্যাচার উদারতায় অভ্যস্ত ও পাশ্চাত্যের মুনাফা পুঁজিপতি শাসনে অনভিজ্ঞ, এদেশীয় প্রজাকুল এই বার্ধপর্যায়ে বিহ্বল। সুশিক্ষিত ক্রমশই পুরবাসী বাঙালি ব্যক্তি,

এই কালে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বিক ভাববিপর্যয় বাঙলাদেশের আধুনিকতার চাবিকাঠি।

এই কালখণ্ডের একমাত্র প্রধান ব্যক্তি রামমোহন রায়। নব কাল বাণী বাঙলাদেশের মধ্যযুগ উত্তরণের প্রচেষ্টা রামমোহনে সংহত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে পরিবর্তমান সামাজিক - সাংস্কৃতিক চেতনার অগ্র রামমোহন। আপন চেষ্টায় ইংরাজী ভাষা অধিগত করে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধ্যান ধারণা চিন্তায় - অবগাহনান্তে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস - সংস্কারের মূল ছেদে, তিনি বাঙলা-দেশকে আধুনিকতার পথে উত্তীর্ণ করলেন।

> "বর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।"[১]

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, যখন রাজকার্যের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠতা হেতু জনসংযোগের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই বাঙলা গদ্যরীতির চর্চা ও ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজের ভাঙাগড়ার সঙ্গে ভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। রাষ্ট্র শাসনের বাস্তব প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যরীতির যে ঐকান্তিক চর্চা শুরু হয়েছিল, তা বাঙলা গদ্য শিল্প প্রকরণের আবির্ভাবকেও ত্বরান্বিত করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গেই, রাষ্ট্র প্রজাসম্পর্ক, ভূমি - স্বত্বাদির বিষয়ক কার্যাদি ক্রম পাল্টাতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদল পরিচালকেরা, বাঙলাদেশের মানুষকে, নিত্য নতুন ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। আধুনিক বণিকপুঁজির ব্যবসা ও রাষ্ট্র-শাসন এই দ্বৈতভূমিকা পালনের দায় থেকেই বাঙলা গদ্যচর্চা শুরু হয়। বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ বণিক পুঁজির সঙ্গে যেমন - যেমন যুক্ত হয়ে যায়, ভূমিরাজস্ব বাণিজ্য শুল্কাদি কৃষি ব্যবস্থা কোম্পানির মুনাফার বশীভূত হয়, অন্তর্বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কোম্পানি হস্তগত করে, এদেশের ঐতিহ্যগত কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যাদি কোম্পানি ইংল্যান্ডীয় কারখানার কাঁচামাল ও ইংরেজদের বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়, সেই ফলেই, বাঙলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস পাল্টাতে থাকে।

শাসন পরিচালনার বাস্তব কারণে, ব্রিটিশ আইনের অনুবাদ ও বিচারকালে এদেশীয় ভাষার অনুধাবন প্রয়োজন। বৃটিশ সিবিলিয়ানদের বাঙলা ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে

এই কারণেই। রাষ্ট্রশাসনজনিত জনসংযোগের প্রয়োজনেই আধুনিক বাংলা গদ্য ইংরেজ অধিকারীদের অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চর্চিত হতে থাকে। জনসংযোগের গদ্যের সঙ্গেই, বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ মোটামুটি স্থির হয়ে যাবার পর, বাংলা গদ্য চর্চায় কথা-সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ সূচিত হয়েছিল। আধুনিক বাংলা গদ্যকে জন্ম থেকেই শাসকের প্রয়োজনে জনসংযোগের ও শিল্পের এই দুই দায়িত্বই বহন করতে হয়েছে।

বাংলা ভাষার সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হয়েছে পদ্যের অনেক পরে, বাংলা ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত গদ্য অপ্রচলিত ছিল:

> "এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন দশক পর্যন্ত স্মৃতি জ্যোতিষ ব্যাকরণ চিকিৎসা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বইও পদ্যে লেখা হইয়াছে। .... সংস্কৃতে অনুষ্টুপ আর বাংলায় পয়ার এত সহজসাধ্য ও সর্বজনীন হইয়াছিল যে গদ্যের কাজে তাহার নিয়োগ লেখক ও পাঠক কাহারো কাছে কষ্টকর বোধ হয় নাই। .... বাংলায় পয়ার তথা পদ্যবন্ধের অনুশীলন অনেক ব্যাপক ও গভীর ছিল এবং সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাও বেশি ছিল। সাহিত্যিক গদ্যের ছোটখাটো কাজ, যেমন চিঠিপত্র আবেদন নিবেদন ইত্যাদি, পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে সারিতেন, অন্যেরা ফারসী অথবা ফারসী বাংলা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করিতেন। সুতরাং গদ্যের প্রয়োজন আবশ্যিক অনুভূত হয় নাই। সে আবশ্যিকতা দেখা দিল ইংরেজ অধিকারের পর হইতে॥[2]

অধ্যাপক গোপাল হালদার মহাশয়ও বাংলা গদ্যের বিলম্ব জন্মের কারণ হিসাবে, বাংলা পয়ারের সহজ সাবলীলতা ও প্রকাশ ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন।[3]

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সাহিত্যিক গদ্যের আবশ্যিকতার সঙ্গে এদেশে ইংরেজ অধিকার স্থাপনার ঘটনাকে যুক্ত করে, বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই, বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ ইঙ্গিত করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আধুনিকতার উন্মেষের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকতার আগমনের কারণেই ভাষায় গদ্যের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক গোপাল হালদার বাংলা গদ্যরীতির উন্মেষকে, এদেশের বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্যের আধুনিকতার আগমনের শর্ত নির্ভর করেছেন। যদিও যে-কোনো পাশ্চাত্য জাতির আগমন, বিস্তার ও গদ্যচর্চাই আধুনিক

বাংলা গদ্যরীতির আবির্ভাবের শর্ত পূরণ করে না, সেই পাশ্চাত্য জাতিকে আধুনিক যুগ ও জীবন চিন্তার যথার্থ বাহক হতে হবে।

"পাশ্চাত্য জাতিদের আগমন ও বিপ্লবের সঙ্গে আধুনিক যুগের আরম্ভ হল, আর তাই গদ্যের প্রয়োজনও ক্রমেই বেশি করে অনুভূত হল। কারণ, আধুনিক কাল ও তার জটিল জীবনযাত্রার দাবী গদ্য ছাড়া পদ্যে পূরণ করা যায় না। আধুনিক কাল না আসা পর্যন্ত গদ্যের আবশ্যকতা অনিবার্য হয়ে ওঠে নি। না হলে সংস্কৃত গদ্য বাঙালী লেখকদের সম্মুখেই ছিল ... .ফারসী, আরবী গদ্যের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় না ছিল তা নয়। ..... বাঙালী বৈষ্ণবেরা তাঁদের নিবন্ধে কিছু কিছু ভাষা গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবু পর্তুগীজ পাদ্রীরাই প্রথম প্রয়োজনের তাগিদে বুঝলেন – খ্রীষ্ট ধর্মের কথা এদেশের লোককে বুঝিয়ে কাজে হলে লোকের কথাবার্তার রীতিতে গদ্যেই তা বলা দরকার। কিন্তু পর্তুগীজরাও বাঙালীর মনে গদ্যের এই প্রয়োজন বোধ জাগাতে পারে নি। আধুনিক যুগের বিচিত্র জীবন স্রোতের বাহন হয়ে এদেশে পর্তুগীজরা আসে নি। তা হয়ে এলো ইংরেজ আর সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োজন গদ্যের ঐশ্বর্যের মতই তার পূর্বে সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। জীবনযাত্রায় যে আলোড়ন জাগ্রত হল, তারই প্রয়োজনে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ....[4]

মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসন থেকে আধুনিক ইউরোপের বণিক পুঁজির শাসনে উত্তরণের কালে ,ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিকেন্দ্রিকতার ভিত্তিমূলেই নবাগত শাসকগণ প্রথম ও চরম আঘাত হানল। বিদেশী শাসন এদেশের অভিজ্ঞতায় নতুন নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী শাসকরা জমি ও গোষ্ঠী ভিত্তিক গ্রাম অর্থনীতির মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন করেন নি। ফলে শাসক পাল্টালেও ,অর্থনীতির মূলধারাটি অব্যাহত ছিল। বৈদেশিক শক্তির শাসনাধীনে থাকলেও ভারতীয় সমাজ ও অর্থব্যবস্থার যুগযুগান্ত ধরে গড়ে ওঠা কাঠামোটি কোম্পানীর এদেশের অভিজ্ঞতা বর্জিত অনুসৃত নীতির ফলে একেবারে ভেঙে পড়ল।"

"England has broken down the entire frame work of Indian society without any system of reconstitution yet appearing. This loss of his old world, with no gain of new one, imparts a particular kind

of melancoly to the present misery of the Hindu, and separates Hindusthan, ruled by Britain, from all its ancient tradition, and from the whole of its past history."

আধুনিক বাংলা গদ্য চর্চা, এদেশের অর্থনীতিতে জমির ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণতির অব্যবহিত । ঐতিহ্যগত ভূমি ব্যবস্থা থেকে মুক্তির মাধ্যমে মধ্যযুগ উত্তরণের প্রক্রিয়া এইকালে একটি সুস্পষ্ট রূপ পাচ্ছিল । জমির ব্যক্তি মালিকানা, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নতুন ব্যবস্থায় জমি থেকে কৃষকের দায়িত্ব ও অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অবাধ সম্পদ লুণ্ঠন — নতুন শাসকদের শ্রেণী চরিত্র উদঘাটন করছিল । অন্যদিকে ব্যক্তি সম্পত্তিতে পর্যবসিত জমি, সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণী বিন্যাসের মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়, অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্ক এক নতুন গতি পায়, এই গতির তীব্রতায় ঐতিহ্যানুসারী অভিজ্ঞতাও এক আধুনিকতা পায়, যার অনিবার্যতায় মধ্যযুগীয় স্থাবর মূল্যবোধ ও জীবনচর্চা আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে । এই আধুনিকতা এদেশীয় দুই ভিন্নমুখী অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ সংঘর্ষ জাত নয় । মুঘল শাসনের শোষণপর্বে অনুর্বর ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাতের মাধ্যমে এদেশের বুর্জোয়া রূপে উত্তরণের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি রচিত হওয়ার সেই সন্ধিক্ষণে, ইংরেজ অধিকার স্থাপনা, এদেশের সমাজ — বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এদেশে চর্চিত আধুনিকতা, ভারতবর্ষের শ্রেণী অন্তর্জাত কোনো আধুনিকতা নয় । ইউরোপীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থাজাত বণিক পুঁজির আরোপিত এই আধুনিকতা অধুনাতম কাল অবধি এক প্রাচীন সভ্যতার অসমাপ্ত বিবর্তনের দায় বহন করে চলেছে ।

ভাষার রূপান্তর, শিল্প প্রকরণের বিবর্তন, সাহিত্যরীতির ভাঙাগড়ার ভিতরে এই সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব পড়েছে । কমনীয় পদ্যের প্রকাশ-রূপ সাহিত্য এই সন্ধিক্ষণের জটিলতাকে ধারণ করতে পারছিল না । অথচ ইতিমধ্যে বাংলা দেশে, গদ্যরীতির আগমনের সেই বাঞ্ছিত সমাজ অর্থনৈতিক প্রতিবেশ সৃজিত হয়েছে । ভূমি ও ভূমি রাজস্বের স্থায়িত্ব, ভারত শাসনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, ব্রিটেনের অভিজাত শ্রেণী থেকে প্রধানতঃ উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী সংগ্রহ, সুষ্ঠু প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার ফলে এই কলোনি অপরিকল্পিত ব্যক্তিগত লুণ্ঠন থেকে সার্বিক ভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী শোষণের অধীনে চলে যেতে থাকে । এই সাম্রাজ্যের নতুন দায় বহনের জন্যই এদেশে নবাগত সিভিলিয়ানদের

বাঙলা ভাষা শিক্ষা দিতে, কোম্পানিকে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০০) উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে বাঙলা গদ্যে পাঠ্য পুস্তক রচনা শুরু করতে হয়। ইতিমধ্যে ১৭৭৮ সালে উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে যেমন গদ্যের পথ সুগম হয়ে ওঠে, তেমনি গদ্যকে দিয়ে জনসংযোগের কাজ করিয়ে নেওয়া সহজ হয়। গদ্যরীতি, এই কাল থেকে, উৎস মুখে আপন শক্তি সংহত করে করে, নতুন প্রণালীতে প্রবাহিত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে, প্রশাসনের নব নব ক্ষেত্রে প্রয়োগে, শাসকের জনসান্নিধ্যের দায় বহনে, কথোপকথন রীতির ব্যবহারে, গদ্যরীতি ক্রমেই গতির সেই স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত করতে থাকে, যার অমোঘ পরিণতি, ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগিতা প্রাপ্তি করে, সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের সাগর সঙ্গমে আপাত আত্মহত্যা। পাঠ্যপুস্তকে, প্রশাসনে ও বিচার বিভাগের ব্যবহারিক প্রয়োগের উত্তরায়, মনস্বিক চর্চায় প্রাথমিক কাঠিন্য দূর হতে থাকে, অন্যান্য ভাষার সাহচর্যে, ভাগনীর মতো শব্দরাশি বাঙলা ভাষায় নিজস্ব হয়ে যায়, বাক্য গঠনের ব্রাত্য সরল হতে থাকে। গদ্যভাষার এই অবিচ্ছিন্নতা সম্ভব হয়ে ওঠে, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় পরম্পরায় তবে যুক্ত হওয়ার কারণেই।

সামাজিক সংকট ও বিক্ষোভ থেকে গদ্যের জন্ম। আবার এই সামাজিক সংকট ও বিক্ষোভের ফলেই সমাজের ভেতরে সম্পদ বণ্টন ও উৎপাদনে ব্যক্তির অংশ গ্রহণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আলোচ্য হয়ে ওঠে। পরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপরিকল্পিত ব্যক্তিগত বিদেশী অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ফলে বাঙলাদেশে হয়ে গেল দারিদ্র্য ও মন্বন্তরের দেশ। ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটলো — মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে উত্তরণের ফলে দেখা দিল সামাজিক ও আত্মিক সংকট।

বাঙালি সমাজের কাছে একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ ও দেশের আভ্যন্তরীন ভূমি ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন। বাঙালির ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্য চিন্তার সঙ্গেই রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্কে চিন্তা ও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক পর্বের যাবতীয় প্রশ্ন বাঙালী সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল একটি ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে।

সমাজে ধনবণ্টন ও উৎপাদনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কিত চিন্তা ও এই সামগ্রিকতারই অংশ। তাকেই পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় "ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র"।

তথ্য সূত্র ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

(১) রবীন্দ্রনাথ ঃ রামমোহন রায় । রবীন্দ্র রচনাবলী । বিশ্বভারতী । ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫১৩

২) সুকুমার সেন ঃ বাংলা সাহিত্যে গদ্য । পঞ্চম সংস্করণ । কলিকাতা ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৩৮৩ । পৃঃ ১

(৩) গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা । কলিকাতা, এ মুখার্জী এণ্ড কোং ১৩৬৫। ২য় খণ্ড । পৃঃ ৬৬

৪) তদেব পৃঃ ৬৬ – ৬৭ ।

(৫) কার্ল মার্কস ঃ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া । মার্কস এঙ্গেলস সিলেকটেড ওয়ার্কস । মস্কো, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭৩ । ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯ ।